**কলকাতা উচ্চ আদালত**

**দেওয়ানী আবেদন এক্তিয়ার**

**আপিল বিভাগ**

**উপস্থিতঃ**

**বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ**

**এবং**

**বিচারপতি শম্পা দত্ত (পাল)**

**২০২২ সালের আরভিডব্লিউ ১৩৯**

**মধ্যে**

**২০২১ সালের এফ. এম. এ ৪৩২**

**আশিষ চৌধুরী**

**বনাম**

**ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা**

| | |
|---|---|
| আবেদনকারীর জন্য | শ্রী অভিজিৎ ঘোষাল |
| উত্তরদাতা নং ৩-এর জন্য | শ্রী ডি. কে. কুণ্ডু,<br>শ্রী এ. বসু। |
| উত্তরদাতা নং ৪-এর জন্য | শ্রী ভিক্টর চ্যাটার্জি,<br>শ্রী হরে কৃষ্ণ হালদার,<br>শ্রী কৌশিক ভট্টাচার্য। |
| শুনানি শেষ হয়েছে | ২১.০৯.২০২৩ |
| রায় | ০৫.১০.২০২৩ |

**বিচারপতি শম্পা দত্ত (পাল)-**

১. আবেদনকারী/আপিলকারী/কর্মচারী এই পর্যালোচনা আবেদনটি পছন্দ করেছেন।

২. **সংক্ষেপে মামলার ইতিহাস হলঃ-**

i) **নিয়োগকর্তা/উত্তরদাতা নং. ৪, মেসার্স ডাকব্যাক ইনফরমেশন সিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেড এই আদালতের একক বেঞ্চে ২০২০ সালের ডব্লিউপিএ নং ৯৫৫৩** দাখিল করে আবেদনকারী 3 (লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন)-কে সহকারী শ্রম কমিশনার (কেন্দ্রীয়) কলকাতা (নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ)-এর পক্ষে ৩,৬৩,৪৬২ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে, কারণ উক্ত আবেদনকারী/উত্তরদাতা নং 4/নিয়োগকর্তা সহকারী শ্রম কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে চান, যিনি কর্মচারী/আবেদনকারীর পক্ষে উক্ত পরিমাণ পর্যন্ত গ্র্যাচুইটি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ii) একক বিচারক 22.12.2020 তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিম্নলিখিত নির্দেশ দিয়ে রিট পিটিশনের নিষ্পত্তি করেছেনঃ -

> **"উপরের তথ্য ও পরিস্থিতিতে, আমি LICI-কে নির্দেশ দিচ্ছি যে এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে সহকারী শ্রম কমিশনার (কেন্দ্রীয়) এর নামে টানা চেকের মাধ্যমে আবেদনকারীকে ৩,৬৩,৪৬২/- টাকা প্রদান করতে হবে।"**

iii) উক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে, কর্মচারী/আপিলকারী এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চের সামনে সালের ২০২১ এফএমএ নং. ৪৩২ হিসাবে আপিল করেন।

iv) ৭ই জুলাই, ২০২২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ সহ আবেদনটি **খারিজ** করা হয়েছিলঃ -

"বিদ্বান একক বিচারকের আগে, উত্তরদাতা নং ৩ (এল. আই. সি. আই) -এর প্রতি ন্যায্য অবস্থান নিয়েছিলেন

**ভবিষ্যতে বিরোধ এড়াতে, বিজ্ঞ একক বিচারক দেখতে পান যে LICI-এর মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তরের জন্য একটি আদেশ প্রয়োজন। বিজ্ঞ একক বিচারক আরও দেখতে পান যে LICI-তে বিবাদী নং 4 দ্বারা জমা করা অর্থ বিবাদী নং 4-এর অর্থ। সেই অনুযায়ী, বিজ্ঞ একক বিচারক LICI-কে সহকারী শ্রম কমিশনার (কেন্দ্রীয়) এর নামে টানা চেকের মাধ্যমে বিবাদী নং 4-কে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেন।**

**আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলির জমা দেওয়া হল যে আপিলকারীর মালিকানাধীন অর্থ আপিল দায়ের করার উদ্দেশ্যে উত্তরদাতা নং ৪ দ্বারা ব্যবহার করা যাবে না। এর বিপরীতে, 'উত্তরদাতার' পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি বিতর্কিত আদেশকে সমর্থন করেছেন।**

**রেকর্ড পরীক্ষা করে আমরা দেখতে পাই যে বিজ্ঞ একক বিচারক আপত্তিকর আদেশ প্রদানে কোনও ত্রুটি করেননি। যদিও এই বিষয়ে দুটি মতামত সম্ভব, তবুও বিজ্ঞ একক বিচারকের গৃহীত মতামতে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বিজ্ঞ একক বিচারকের আপত্তিকর নির্দেশের কারণে আপিলকারীর উপর কোনও পক্ষপাতদুষ্ট প্রভাব পড়েছে কিনা তা উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন কারণ যে কোনও ক্ষেত্রে, যদি বিবাদী নং ৪ আপিল হারান, তাহলে অর্থ আপিলকারীকে প্রদেয় হবে। এই পরিস্থিতিতে, বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ আমরা খুঁজে পাই না।"**

৩. **আবেদনকারী/আপিলকারী/কর্মচারী কর্তৃক পুনর্বিবেচনার আবেদনটি** এই কারণে গৃহীত হয়েছে যে মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে আদেশ প্রদানের সময় বিজ্ঞ একক বিচারক আবেদনকারী/কর্মচারীর প্রতি যে পক্ষপাতদুষ্টতা সৃষ্টি করেছিলেন তা বিবেচনা করেননি, যদি

দাবির পরিমাণ বিবাদী নং ৪/নিয়োগকর্তাকে দিতে হবে, কারণ তহবিলটি বিবাদী নং ৩-এর কাছে LIC নগদ সঞ্চয় প্রকল্পের অধীনে একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রকল্পে (গ্রুপ গ্র্যাচুইটি নগদ সঞ্চয় প্রকল্প) রয়েছে যার একটি মাস্টার পলিসি নং GG(CA)-212435 যা শুধুমাত্র বিবাদী নং ৪-এর কর্মচারীর কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা হবে এবং তহবিলটি এমন মাস্টার পলিসি থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে না যা বিশেষভাবে বিবাদী নং ৪-এর কর্মচারীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে।

৪. আরও বলা হয়েছে যে মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে উপরোক্ত তহবিলটি শুধুমাত্র কর্মচারীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে এবং বিবাদী নং ৪/নিয়োগকর্তার কোনও বিশেষাধিকার নেই, কারণ এটি একটি কর্পোরেট হাউস, কারণ তহবিলটি কেবল বিবাদী নং ৩ এর কর্মচারীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিবাদী নং ৪ এর কাছে রয়েছে এবং রেকর্ডের মুখে কিছু প্রযুক্তিগত ত্রুটি স্পষ্ট হওয়ায়, ন্যায়বিচারের স্বার্থে এটি বেঞ্চ কর্তৃক পর্যালোচনা করা উচিত।

৫. সমস্ত পক্ষের বক্তব্য দীর্ঘ সময় ধরে শোনা হয়।

৬. আবেদনকারী/কর্মচারী/আপিলকারী, বিবাদী নং ৩/এলআইসিআই, এবং বিবাদী নং ৪/নিয়োগকর্তা তাদের লিখিত যুক্তি দাখিল করেছেন।

৭. **৩ নং উত্তরদাতা/এল. আই. সি. আই জমা দিয়েছে যে, মাননীয় একক বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী, তারা মোট অর্থ জমা করেছে**

**সহকারী শ্রম কমিশনারের (কেন্দ্রীয়) নামে চেকের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ।**

৮. **উত্তরদাতা নং ৪/নিয়োগকর্তা** জমা দিয়েছেন যে পর্যালোচনার স্মারকলিপিটি ত্রুটিপূর্ণ এবং এটি খারিজ হওয়ার যোগ্য।

আরও দাখিল করা হচ্ছে যে, রিভিউ আবেদনকারী ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি অধিনিয়ম XLVII নিয়ম ১ এর অধীনে তালিকাভুক্ত কোনও আদেশ এবং/অথবা রায়ের পর্যালোচনার জন্য কোনও ভিত্তি তৈরি করেননি। রিভিউ স্মারকলিপিতে উল্লেখিত ভিত্তিগুলি ৭ জুলাই, ২০২২ তারিখের বিতর্কিত আদেশের চেহারায় কোনও ত্রুটি দেখায় না। এবং যেহেতু উক্ত স্মারকলিপিতে কোনও উপাদান নেই, তাই এটি খারিজ করার যোগ্য।

আরও বলা হয়েছে যে, পর্যালোচনা স্মারকে অন্তর্ভুক্ত কারণগুলি থেকে মনে হচ্ছে যে পর্যালোচনা আবেদনকারী প্রকৃতপক্ষে মাননীয় বেঞ্চের সামনে পর্যালোচনার আকারে আপিল করার চেষ্টা করেছেন, তাই তাৎক্ষণিক পর্যালোচনা স্মারকলিপি খারিজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৯. **বিবাদী নং ৪-এর মামলায় বলা হয়েছে যে, বিবাদী নং ৪, পর্যালোচনা আবেদনকারীর নিয়োগকর্তা হওয়ায়, বিভিন্ন কর্মচারী যখন আইনত অধিকারী হন, তখন তাদের গ্র্যাচুইটি প্রদানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় জীবন বীমা কর্পোরেশনের সাথে একটি তহবিল বজায় রেখেছিলেন। পর্যালোচনা আবেদনকারী তাদের মধ্যে একজন। এলআইসিআই-এর সাথে রক্ষিত এই তহবিলের জন্য অবদান সম্পূর্ণরূপে বহন করা হয়**

উত্তরদাতা এবং এই তহবিলের কোনও অংশ কোনও কর্মচারী দ্বারা অবদান রাখা হয় না। এই তহবিল নিয়োগকর্তার LICI-তে বিনিয়োগ করা অর্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

১০. আরও বলা হয়েছে যে, পর্যালোচনা আবেদনকারী ১৯৭২ সালের গ্র্যাচুইটি প্রদান আইনের অধীনে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে গ্র্যাচুইটির জন্য তার দাবি দাখিল করেছিলেন, যা ৩রা মার্চ, ২০২০ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল এবং বিবাদী নং ৪, নিয়োগকর্তা হওয়ায়, ১৯৭২ সালের গ্র্যাচুইটি প্রদান আইনের ধারা ৭(৭) এর অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে ৩রা মার্চ, ২০২০ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার রাখেন। সুতরাং বলা হয়েছে যে, এই ধরনের আপিল দায়েরের পূর্বশর্ত হিসাবে, শিক্ষিত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সম্পূর্ণ অর্থ পূর্বে জমা দিতে হবে। এই ধরনের আপিল করার জন্য বিবাদী নং ৪ কে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে সেই পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হবে, যা উক্ত বিবাদী ইতিমধ্যেই LICI (উত্তরদাতা নং ৩) এর সাথে বিনিয়োগ করেছেন।

১১. আরও বলা হয়েছে যে পর্যালোচনা কার্যক্রমের বিচারাধীন থাকাকালীন, LICI 06.06.2023 তারিখে নিশ্চিত করা একটি হলফনামা দাখিল করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, মাননীয় হাইকোর্টের 22শে ডিসেম্বর, 2020 তারিখের আদেশ অনুসারে, LICI সহকারী শ্রম কমিশনার (কেন্দ্রীয়) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুকূলে 3,63,462/- টাকার একটি বেতন আদেশ জারি করেছে এবং হস্তান্তর করেছে। তবে, এই ধরনের অর্থ প্রেরণের কোনও তথ্য বিবাদী নং 4-কে কখনও দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে যে LICI-এর পক্ষ থেকে এই ধরনের কাজ আসলে মাননীয় কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন

২২শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে আদালত। যে বিবাদী নং ৪, প্রথমবারের মতো ৭ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখে, বিবাদী নং ৩ (LICI) এর পক্ষে বিরোধিতার হলফনামা গ্রহণের সময় এই তথ্য সম্পর্কে জানতে পারেন।

১২. **আরও বলা হয়েছে যে, ২২শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, এল. আই. সি. আই-এর ৩,৬৩,৪৬২ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করার কথা ছিল সহকারী শ্রম কমিশনারের পক্ষে উত্তরদাতা নং ৪ এর কাছে জারি করা হয়েছে, যাতে এটি সংবিধিবদ্ধ আপিল দায়ের করতে সক্ষম হয়, সহকারী শ্রম কমিশনারের কাছে সরাসরি অর্থ প্রেরণের পরিবর্তে সেটিও উত্তরদাতা নং ৪ কে কোনও অবহিত না করে, যা ২২ ডিসেম্বর, ২০২০ এ মাননীয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতার একটি স্পষ্ট মামলা।**

১৩. রেকর্ডে থাকা উপকরণ থেকে মনে হচ্ছে যে আবেদনকারী/কর্মচারীর অভিযোগ হল যে LICI (প্রতিবাদী নং 3) দ্বারা জমা করা অর্থ হল GGCA স্কিমের সুবিধাভোগী হিসেবে কর্মচারীর অনুকূলে অনুমোদিত গ্র্যাচুইটির পরিমাণ, যা শুধুমাত্র একটি কোম্পানির কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করার জন্য রাখা হয়েছে এবং উক্ত তহবিলটি কোম্পানি কর্তৃক গ্র্যাচুইটি প্রদান আইনের ধারা 7(7) এর অধীনে আপিল করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

১৪. মামলার বর্তমান অবস্থা হল এল. আই. সি. আই (উত্তরদাতা নং. ৩) চেকের মাধ্যমে নির্দেশিত পরিমাণ অর্থ জমা করেছেন

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (সহকারী শ্রম কমিশনার (কেন্দ্রীয়) ।

১৫. **গ্র্যাচুইটি প্রদান আইনের ৭ (৭) ধারায় বলা হয়েছেঃ -**

"(৭) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত কোনও আদেশে ক্ষুব্ধ যে কোনও ব্যক্তি, আদেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে, উপযুক্ত সরকার বা এই বিষয়ে উপযুক্ত সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট করা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারবেন।"

তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত সরকার বা, ক্ষেত্রমত, আপিল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আপিলকারীকে উক্ত ষাট দিনের মধ্যে আপিল করতে যথেষ্ট কারণে বাধা দেওয়া হয়েছে, তা হলে উক্ত সময়সীমা আরও ষাট দিন বাড়ানো যেতে পারেঃ

**[আরও শর্ত থাকে যে কোনও নিয়োগকর্তার কোনও আবেদন গ্রহণ করা হবে না যদি না আপিলটি অগ্রাধিকার দেওয়ার সময়, আপিলকারী হয় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের একটি শংসাপত্র উপস্থাপন করেন যে আপিলকারী তার কাছে উপ-ধারা (৪) এর অধীনে জমা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গ্র্যাচুইটির পরিমাণের সমান পরিমাণ জমা করেছেন, বা আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে এই পরিমাণ জমা করেছেন।]**

১৬. **সুতরাং, উক্ত আইনের ধারা ৭(৭)-এর ২য় শর্ত থেকে এটা স্পষ্ট যে, যদি নিয়োগকর্তা (যেমন এই ক্ষেত্রে) আপিল করতে চান, তাহলে তাকে কেবল নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের (এখানে সহকারী শ্রম কমিশনার, (কেন্দ্রীয়) একটি শংসাপত্র উপস্থাপন করতে হবে যার কাছে ইতিমধ্যেই অর্থ জমা করা হয়েছে) এবং LICI (উত্তরদাতা নং ৩) দ্বারা প্রয়োজনীয়/নির্দেশিত অর্থ জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা এই মর্মে একটি শংসাপত্র বিবাদী নং ৪/নিয়োগকর্তাকে আপিল দায়ের করতে সক্ষম করবে।**

১৭. পরিশেষে, বিবাদী নং ৪/নিয়োগকর্তা স্বীকার করছেন যে, প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ ইতিমধ্যেই সহকারী শ্রম কমিশনার, (কেন্দ্রীয়) এর অনুকূলে LIC। দ্বারা স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বিবাদী নং ৪ কে সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থের প্রাক-জমা প্রদানের একটি শংসাপত্র জারি করা হয়েছে। অতএব, উক্ত শংসাপত্রটি বিবাদী নং ৪ কে গ্র্যাচুইটি প্রদান আইনের দ্বিতীয় শর্তাবলীর ধারা ৭(৭) অনুসারে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে বিধিবদ্ধ আপিল দায়ের করতে সক্ষম করে।

১৮. **সুতরাং, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে LIC। (উত্তরদাতা নং 3) কর্তৃক জমাকৃত অর্থ বিবাদী নং 4/নিয়োগকর্তার কাছে হস্তান্তর করার প্রয়োজন নেই।**

১৯. **পর্যালোচনা আবেদনটি সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়েছে।**

২০. সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২১. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য কলকাতার সহকারী শ্রম কমিশনারের (কেন্দ্রীয়) কাছে পাঠানো হবে।

২২. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

আমি একমত,

**(বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ)** **(বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পাল)**

## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Diganta Mondal**